প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BABYLONE

ব্যাবিলন প্রদর্শনী এমনসব শিল্পীকে হাজির করছে যারা বাচন নিয়ে, বিশেষত যেকোনো ভাষার দ্ব্যর্থবোধক প্রকৃতি, সকল বিনিময় ও অনুবাদের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এমনসব স্থায়ী ভুল বোঝাবুঝি, এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় রূপান্তরিত শব্দ সম্পর্কিত ধারণার বহুমুখীনতা নিয়ে কাজ করে। বহুমুখী, বিদেশি, প্রায়শ বিস্মৃত ভাষাসমূহ হবে এই প্রদর্শনীর বিবেচ্য বিষয়বস্তু যা ভাষার সমস্যাসমূহ ও অ-প্রচলিত দিকগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করবে। প্রদর্শনী ব্যাবিলন সেসব শিল্পীকে সহায়তা করে থাকে যারা শব্দকে আকার দান করেন আর আকারকে শব্দে প্রকাশ করেন। হারানো বর্ণমালা, আবশ্যিক শব্দ-উদ্ভাবন অথবা "উপস্থাপনার উপস্থাপন" আমাদেরকে ভাষা সম্পর্কে স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে মনের নিশ্চিন্তভাব কাটিয়ে আমাদেরকে প্রশ্নমুখর করে তুলবে।

ভাষা আমাদেরকে প্রভাবিত করে কারণ এটিই হলো আমাদের জগতকে দেখার জানালা। এটি এর একটি রূপান্তরিত ও সকর্মক রূপ, বিশ্বের একটি রূপান্তর যা অনুবাদ করে ও ব্যাখ্যা করে, কিন্তু আবার ছলনাও করে থাকে। একটি মাতৃভাষা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলে। আইনের ভাষ্য তৈরিতে দরকার হয় কর্ম সম্পাদনমূলক ভাষা যেখানে কোনোকিছু বলার অর্থ হলো তা করা। কাব্যিক ভাষা হলো সাহিত্যের প্রাণ, এটি এমন একটি ভাষা যা নিজেকে একটি নান্দনিক সত্বা হিসেবে তুলে ধরে। প্রকৃত ভাষা এবং সেগুলোর মাধ্যমে কথন ও লিখন হলো স্মরণাতীত কালের রহস্য ও উপকথায় আবৃত প্রত্থাগত অনুশীলন।

বাচনিক অথবা গ্রাফিকস, প্রতীকী ভাষা অথবা আঙ্গিক, কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক, জীবিত বা মৃত, আনুষ্ঠানিক অথবা সাংকেতিক যা-ই হোক না কেন - ভাষার সংখ্যা অনেক যদিও বিশ্বায়নের প্রভাবের কারণে এই সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তবে, পারস্পারিক বোধগম্যতা একার্থক, ঐকমত্যপূর্ণ অথবা আদর্শস্থানীয় হবে না। বিপরীতপক্ষে, এতে উপলব্ধির বৈচিত্র্য থাকবে। আমার ভাষার জগতই যেহেতু "আমার জগতের সীমা" (লুডউইগ উইজেনস্টেইন), তাই সেটির নাগাল পাওয়ার অর্থ হলো সম্ভাব্য অন্যান্য জগতকে চেনার পথে অগ্রসর হওয়া। এর অর্থ হলো "আমাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য ধারণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলা এবং প্রথমত যেগুলো "বাস্তবের" ধারণা গড়ে তোলে" (রোনাল্ড বার্থেস) সেদিকে অগ্রসর হওয়া। আমরা যেহেতু বস্তু বা ঘটনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তাই ভাষার আশ্রয়ে বেঁচে থাকার অর্থ কি এটাই নয় যে, জগতে আমরা প্রক্সির মাধ্যমে বাঁচি? অথবা এর অর্থ কি স্বপ্ন দেখা, শিল্পীরা যেভাবে চান সেভাবে পরিবর্তন ও সৃষ্টি করা?

শিল্পী:
ক্যামিলি বোন্ডন
এরিক বুলট
ভ্যালেরি টাক
ডোরা গার্সিয়া
ভ্যালেরি নোভারিনা
ডমিনিক পেটিগান্ড
চার্লস পেনেনকুইন
ম্লাডেন স্টিলিনোভিচ।

কিউরেটর
নিকোলাস আদ্রিয়াউ

ব্যাবিলন
ফেব্রুয়ারী 04 – মার্চ 25, 2017

উদ্বোধন
শুক্রবার ফেব্রুয়ারী 03, 2017
সন্ধ্যা 7টা

প্রবেশযোগ্যতা
বিনামূল্যে ভর্তি
মঙ্গলবার থেকে শনিবার: সন্ধ্যা 2টা থেকে 6টা